চলো জান্নাতের সীমানায়

বই	চলো জান্নাতের সীমানায়
মূল	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম
অনুবাদ ও সম্পাদনা	আমীমুল ইহসান

চলো জান্নাতের সীমানায়

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

চলো জান্নাতের সীমানায়

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ

জিলহজ ১৪৪০ হিজরি / আগস্ট ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ১২৪ টাকা

RUHAMA PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬

ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

আরববিশ্বের খ্যাতনামা দায়ি ও লেখক ড. শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিমের জনপ্রিয় সিরিজ (أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هؤُلَاءِ) 'সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা'। আত্মশুদ্ধি ও অনুপ্রেরণামূলক এই সিরিজটির মূল উপকরণগুলো চয়ন করা হয়েছে সালাফে সালিহিনের জীবন, কর্ম ও চিন্তাধারার বিশাল সম্ভার থেকে। শাইখের রচনা পড়লেই বোঝা যায় জীবনের একটি বড় অংশ তিনি কাটিয়েছেন ইতিহাসের বিস্তৃত ময়দানে। অদম্য কৌতূহলে ঘুরে বেড়িয়েছেন সোনালি যুগের পথে-প্রান্তরে। সময়ের ভাঁজে ভাঁজে খুঁজে ফিরেছেন আলোর পাথেয়। সালাফের কর্মমুখর জীবনভান্ডার থেকে দুহাতে সংগ্রহ করেছেন মূল্যবান সব মণিমুক্তো। আর তা-ই দিয়ে তিনি থরে থরে সাজিয়ে তুলেছেন (أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هؤُلَاءِ) সিরিজ। তাঁর উপস্থাপনার ভঙ্গিতে ঝরে পড়ে অফুরন্ত উদ্যম ও অনুপ্রেরণা। রচনার পরতে পরতে বারবার তিনি আহ্বান জানান মুসলিম তারুণ্যকে—তারা যেন উঠে আসে সালাফের অনুসৃত পথে; তাদের যৌবন যেন ব্যয়িত হয় উম্মাহর কল্যাণে।

এই সিরিজের বেশ কিছু বই অনূদিত হয়ে ইতিমধ্যেই পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। অনেকেই জানিয়েছেন তাদের মুগ্ধতাভরা উপলব্ধির কথা—বাস্তবজীবনে উপকৃত হওয়ার কথা। ইনশাআল্লাহ পাঠকদের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে আমাদের প্রকাশনার এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

প্রিয় পাঠক! এবার আমরা নিয়ে এসেছি আলোচ্য সিরিজের আরও একটি অসাধারণ উপহার—'চলো জান্নাতের সীমানায়।' মূল আরবি নাম (اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا)। বইটিতে উঠে এসেছে দ্বীনের অন্যতম মজলুম ফরজ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কথা। শাইখের দরদভরা কলমে ফুটে উঠেছে দ্বীনের পথে সালাফের আত্মত্যাগের অনুপম আলেখ্য। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তুলে ধরা হয়েছে শাহাদাতের বিপুল প্রতিদান ও মুজাহিদের অতুল মর্যাদার বর্ণনা। জিহাদ পরিত্যাগের ভয়ংকর পরিণতির কথাও আলোচিত হয়েছে বাস্তবতার

ক্যানভাসে। স্থানে স্থানে সংযোজিত একঝাঁক চয়িত কাব্যাংশ বইটির আবেদন বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণে। উম্মাহর সমসাময়িক করুণ অবস্থা ও জিহাদের অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে সারগর্ভ বক্তব্য স্বল্প পরিসরেও এনে দিয়েছে পূর্ণতার আমেজ।

ঐতিহাসিক তথ্যের বিন্যাসে বইটিতে নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে সে সময়ের ছবি—যখন আমরা ছিলাম বিজয়ী জাতি। টগবগে যুবকরা তখন জিহাদে যাওয়ার সুযোগ খুঁজে বেড়াত। শহিদের মা হওয়ার গর্বে ফুলে উঠত উম্মাহর মা'দের বুক। বিজয়ের কৃতিত্ব আর শাহাদাতের সাফল্য নিয়ে ফিরে আসত দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেতনাবাহী জিহাদি কাফেলা। উম্মাহর স্বপ্ন, সাধনা ও সাফল্য আবর্তিত হতো জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে কেন্দ্র করে।

প্রিয় পাঠক! চলুন ভেতরে যাই। শাইখের অভিনব উপস্থাপনায় অবগাহন করি ইলমের অনাস্বাদিত পাঠে। চলুন সোনালি যুগের বরেণ্য মনীষীদের সহযাত্রী হয়ে ঘুরে আসি জিহাদের ময়দান থেকে। দেখে আসি তাঁদের বীরোচিত অভিযান ও সাফল্যভরা জয়যাত্রা।

আশা করি, বইটি আপনার অন্তরে জাগিয়ে তুলবে উম্মাহর ভালোবাসা আর দ্বীনের প্রতি দায়িত্ববোধ। হৃদয়জুড়ে ছড়িয়ে দেবে শাহাদাতের মধুর তামান্না—মুজাহিদ হয়ে বেড়ে ওঠার অদম্য বাসনা। ইমানের গভীর উপলব্ধি ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে নিফাকের মরণব্যাধি। ঘুমন্ত অন্তরে সঞ্চারিত করবে জিহাদের হারানো চেতনা। বস্তুত এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আমাদের রক্তের প্রতিটি ফোঁটা ব্যয়িত হোক দ্বীনের পথে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল করুন।

আমীমুল ইহসান
১২ জুলাই, ২০১৯ ইসায়ি

সূচিপত্র

- শুরুর কথা-০৯
- প্রবেশিকা-১০
- জিহাদ পরিত্যাগকারীর প্রতি হুঁশিয়ারি-৭৩
- শাহাদাতের ফজিলত-৭৫

بسم الله الرحمن الرحيم

শুরুর কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত, যিনি তাঁর মুজাহিদ বান্দাদের আসমান ও জমিনসম বিস্তৃত জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন। সালাত ও সালাম নাজিল হোক সেই শ্রেষ্ঠ মানবের ওপর, যিনি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছেন এই দ্বীনের গুরুদায়িত্ব।

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বোত্তম উপায়। যে লাঞ্ছনা, জড়তা ও হীনম্মন্যতা আজ গোটা মুসলিম বিশ্বকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে, জিহাদ পরিত্যাগই তার মূল কারণ।

নিজেকে ও মুসলিম ভাইদেরকে এই মহান আমলের সাওয়াব সম্পর্কে অমূল্য কিছু আলোচনা উপহার দিতে এবং এ সকল ক্ষেত্রে সালাফের ভূমিকা ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে এটি (أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هٰؤُلَاءِ) বা '*সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা*' সিরিজের তেইশতম উপহার—(انْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا) 'চলো জান্নাতের সীমানায়'।

আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের শাহাদাতের নিয়ামত দান করেন। জিহাদের উত্তাল ময়দানে খুনের নাজরানা পেশ করে আমরাও যেন লাভ করতে পারি তাঁর সন্তুষ্টি। তাঁর পরম দয়া ও অনুগ্রহে পৃথিবীর বিস্তৃত আকাশে আবার যেন উড্ডীন হয় জিহাদের বিপ্লবী ঝান্ডা। মুসলমানরা যেন আবার ফিরে পায় তাদের হারানো নেতৃত্ব ও মর্যাদা।

আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-কাসিম

প্রবেশিকা

জিহাদ ইসলামের দুর্গ ও সীমানাপ্রাচীর। দ্বীনের ভিত্তি ও স্তম্ভ। ইসলামি রাষ্ট্রের দুর্জেয় ঘাঁটি। উম্মাহর মজবুত খুঁটি। জিহাদের মাধ্যমেই সুরক্ষিত হয় সম্মান ও মর্যাদা, সংহত হয় মুসলিম ভূখণ্ডের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব। শত্রুদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করা, তাদের সমরশক্তি ধসিয়ে দেয়া, উদ্ধত শির চূর্ণ করা, ক্ষমতার উত্তাপ নিস্তেজ করে দেয়া এবং উদগ্র বাসনার রাশ টেনে ধরার একমাত্র উপায় জিহাদ।

ইসলামের শক্তি ও মর্যাদা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা জিহাদের ওপর নির্ভর করে। জিহাদ দুশমনদের আতঙ্ক, হিংসুকদের মর্মবেদনা এবং বেইমানদের নিষ্ফল ক্রোধের কারণ। জিহাদের মাধ্যমেই বিস্তৃতি লাভ করে ইসলামি কল্যাণ-রাষ্ট্রের সীমানা, বৃদ্ধি পায় দ্বীনের প্রভাব ও প্রতিপত্তি, সংহত হয় ইসলামের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। সর্বোপরি আল্লাহর জমিনে বাস্তবায়িত হয় আল্লাহর আইন।

জিহাদ যে জাতিই ছেড়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে। ক্ষমতার মসনদ থেকে ছিটকে পড়েছে। তাদের ওপর চেপে বসেছে অপমানের বোঝা। অসাড় পদযুগল পেঁচিয়ে ধরেছে হীনতা ও লাঞ্ছনার কঠিন শিকল। তাদের দিকে নিবদ্ধ হয়েছে শত্রুর লোভাতুর দৃষ্টি। মনের অজান্তেই তারা পদার্পণ করেছে মৃত্যুর সীমানায়। হৃদয়জুড়ে তাদের অজানা আতঙ্কের নিঃশব্দ বিস্তার। নিজ দেশেই যেন তারা পরবাসী। যেকোনো ক্ষুধার্তের খোরাক তারা। যেকোনো লোভীর লুটের মাল। শত্রুর ক্ষুধা মেটাতে তারা উপোস করে। লুটেরাদের কাপড় জোগাতে তারা বিবস্ত্র থাকে। জালিমের ভাগ্য গড়তে বিলিয়ে দেয় নিজেদের ভবিষ্যৎ।[১]

ইসলামের প্রচার ও প্রসার, দ্বীনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, তাওহিদের পথে আহ্বান এবং সুযোগসন্ধানী কাফিরদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

১. কিতাবুল ওয়াসিলাহ, শাইখ মুহাম্মাদ আবুল ওয়াফা, পৃষ্ঠা নং ৮৪।

'তোমরা অভিযানে বেরিয়ে পড়ো, সরঞ্জাম হালকা হোক বা ভারী; আর জিহাদ করো আল্লাহর রাস্তায় জীবন ও সম্পদ দিয়ে। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম—যদি তোমরা জানতে।'[২]

অন্য আয়াতে বলেন :

﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

'আল্লাহ তাআলা তো মুমিনদের কাছ থেকে তাঁদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন। বিনিময়ে তাঁদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তাঁরা আল্লাহর পথে লড়াই করে—হত্যা করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে এই ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আল্লাহর চেয়ে বড় ওয়াদা পালনকারী কে আছে? অতএব তোমরা তাঁর সাথে যে লেনদেন করেছ, তাতে আনন্দিত হও। আর সেটাই হচ্ছে মহাসাফল্য।'[৩]

ইবনে কাসির ﵀ বলেন, 'এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, মুমিন বান্দারা যদি তাদের জান-মাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, তবে তিনি বিনিময় হিসেবে তাদের জান্নাত দান করবেন।'

এটি মূলত তাঁর দয়া, করুণা ও অনুগ্রহ। কেননা, তিনি এমন বস্তুর বিনিময় দিতে রাজি হয়েছেন, যার মালিক তিনি নিজেই। অনুগত বান্দাদেরকে এই বিনিময় প্রদান তাঁর একান্ত অনুগ্রহ বৈ কিছু নয়। এজন্যই হাসান বসরি ও কাতাদা ﵀ বলেন, 'আল্লাহর শপথ! তিনি তাদের সঙ্গে এই ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্য বেশি নির্ধারণ করেছেন।'

শিম্‌র বিন আতিইয়া ﵀ বলেন, 'প্রতিটি মুসলিমের গলায় ঝুলে থাকে আল্লাহর বাইআত—সে তা পূরণ করুক অথবা না করেই মৃত্যুবরণ করুক। তারপর

২. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৪১।
৩. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১১১।

তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন। এজন্যই বলা হয়—যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, সে তাঁর বাইআত গ্রহণ করে। অর্থাৎ সে এই চুক্তিতে সম্মত হয় এবং তা পূরণ করে।'

মুহাম্মাদ বিন কাব আল-কুরাজি ﵀ প্রমুখ বর্ণনা করেন, 'আকাবার রাতে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ﵁ রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, "আল্লাহ তাআলার জন্য এবং আপনার নিজের জন্য যা ইচ্ছা শর্ত নির্ধারণ করুন।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَشْتَرِطُ لِرَبِّي أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَشْتَرِطُ لِنَفْسِي أَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ

"আমি আমার রবের জন্য শর্ত আরোপ করছি যে, তোমরা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না। আর আমার নিজের জন্য শর্ত আরোপ করছি যে, তোমরা নিজেদের জান-মালের মতো আমার জান-মালেরও নিরাপত্তা দেবে।"

তাঁরা (আনসার সাহাবিগণ) বলেন, "এই শর্তগুলো পূরণ করলে এর বিনিময়ে আমরা কী পাব?" তিনি বলেন, "জান্নাত!" তাঁরা বলে ওঠেন, "এ তো বড় লাভজনক ব্যবসা! আমরা না এই চুক্তি প্রত্যাহার করতে রাজি হব, না প্রত্যাহারের আবেদন করব।" তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করেন : (إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ)'

﴿يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾—'তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, হত্যা করে ও নিহত হয়।' অর্থাৎ তাঁদের জন্য উভয়টিই সমান। তাঁরা হত্যা করুক বা শহিদ হোক অথবা উভয়টিই একত্রিত হোক, তাদের জন্য জান্নাত অবধারিত। এজন্যই সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে :

تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا جِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ، بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হয় আর প্রকৃতপক্ষেই যদি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ও আল্লাহর কালিমার প্রতি বিশ্বাসই তাকে ঘর থেকে বের করে থাকে, তবে আল্লাহ স্বয়ং তার জিম্মাদার হয়ে যান—হয় তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা অর্জিত সাওয়াব ও গনিমতের অংশসহ তাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনবেন।'[৪]

﴿وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ﴾—'তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে এই ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে।' এই অংশটি ওয়াদাকে আরও শক্তিশালী করেছে। এখানে বলা হচ্ছে, এই অঙ্গীকার পূরণ করা তিনি নিজের ওপর আবশ্যক করে নিয়েছেন এবং রাসুলগণের ওপর এ মর্মে ওহিও প্রেরণ করেছেন, যা লিপিবদ্ধ আছে আসমানি কিতাবসমূহে—মুসা ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ তাওরাতে, ইসা ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ ইনজিলে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ কুরআনে। তাঁদের সবার ওপর সালাত ও সালাম নাজিল হোক।

﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ﴾—'আল্লাহর চেয়ে বড় ওয়াদা পালনকারী কে আছে?' কেননা তিনি তো ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। যেমনিভাবে অপর দুটি আয়াতে এসেছে :

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا﴾

'কথায় আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে আছে?'[৫]

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا﴾

'কথায় আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে আছে?'[৬]

তাই তিনি ইরশাদ করেন :

﴿ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

৪. সহিহুল বুখারি : ৩১২৩, ৭৪৬৩; সহিহ মুসলিম : ১৮৭৬।
৫. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৮৭
৬. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১২২।

'অতএব তোমরা তাঁর সাথে যে লেনদেন করেছ, তাতে আনন্দিত হও। আর সেটাই হচ্ছে মহাসাফল্য।'

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই চুক্তির দাবি পূরণে এগিয়ে আসবে এবং অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, সে যেন মহাসাফল্য ও চিরস্থায়ী শান্তির সুসংবাদ গ্রহণ করে।[৭]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ . تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

'হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেবো না, যা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? (আর তা হলো) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনবে এবং নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে! (যদি তা করো) আল্লাহ তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটিই মহাসাফল্য। (তিনি তোমাদের দেবেন) তোমাদের পছন্দনীয় আরও একটি অনুগ্রহ—(শত্রুর বিরুদ্ধে) আল্লাহর সাহায্য ও নিকটবর্তী এক বিজয়। মুমিনদের তার সুসংবাদ দাও।'[৮]

---

৭. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৪৮৩/৪

৮. সুরা আস-সাফ, ৬১ : ১০-১৩।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ

'নিশ্চয়ই জান্নাতের দরজাসমূহ তরবারির ছায়াতলে।'[৯]

অন্য হাদিসে এসেছে :

مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ

'আল্লাহর পথে যে বান্দার পদযুগল ধূলিধূসরিত হয়েছে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।'[১০]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ، لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى

'আল্লাহর পথে জিহাদকারীর দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির মতো যে দিনভর সাওম পালন করে, রাত জেগে সালাত আদায় করে, আল্লাহর বিধানাবলির প্রতি পূর্ণ অনুগত থাকে এবং সাওম ও সালাতে সে কিছুমাত্র ক্লান্তিবোধ করে না—যতক্ষণ না আল্লাহর পথের মুজাহিদ ফিরে আসে।'[১১]

জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং মুজাহিদদের প্রতিদানের কথা উল্লেখ করে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

'আল্লাহর পথে একটি সকাল বা বিকাল অতিবাহিত করা, দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল কিছু হতে উত্তম।'[১২]

---

৯. সহিহ মুসলিম : ১৯০২।
১০. সহিহুল বুখারি : ২৮১১।
১১. সহিহ মুসলিম : ১৮৭৮।
১২. সহিহুল বুখারি : ২৭৯২, সহিহ মুসলিম : ১৮৮০।

আবু হুরাইরা ﵁ বর্ণনা করেন, 'একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয়, "সর্বোত্তম আমল কোনটি?" তিনি বলেন, (اَلْإِيْمَانُ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ) "আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনা।" পুনরায় জিজ্ঞেস করা হয়, "এরপর কোনটি?" তিনি বলেন, (اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ) "জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।" আবার জিজ্ঞেস করা হয়, "এরপর কোনটি?" তিনি বলেন, (اَلْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ) "মাকবুল হজ।"'[১৩]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন, 'আলিমগণের ঐকমত্যে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ হজ, উমরা, নফল সালাত ও নফল সাওম থেকে উত্তম। জিহাদের উপকারিতা কেবল নিজের জন্য নয়, অন্যের জন্যও—জিহাদের কল্যাণ কেবল দ্বীনি বিষয়াদিতে সীমাবদ্ধ নয়, দুনিয়াবি কর্মকাণ্ডেও পরিব্যাপ্ত। জিহাদ সকল বাহ্যিক ও আত্মিক ইবাদতের সমষ্টি। সবর, জুহদ, ইখলাস, তাওয়াক্কুল, আল্লাহর জিকির, আল্লাহর মুহাব্বত, আল্লাহর জন্য জান-মালের কুরবানি ইত্যাদি সবকিছুই জিহাদের মধ্যে পাওয়া যায়।'[১৪]

এক ব্যক্তি জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়। কিন্তু সে এখনো হজ করেনি। পথিমধ্যে সে এক গোত্রের মেহমান হয়। তারা তাকে জিহাদে অংশগ্রহণে নিরুৎসাহিত করে বলে, 'তুমি হজ না করেই জিহাদে চলে যাচ্ছ?' তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল ﵀ বলেন, 'যুদ্ধে যেতে তার কোনো বাধা নেই। পরে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করলে হজ করবে। হজের পূর্বে জিহাদে যেতে কোনো সমস্যা দেখি না।'

আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন, 'অথচ ইমাম আহমাদের মতে হজ ফরজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা অবিলম্বে আদায় করা ওয়াজিব। জিহাদের প্রয়োজনে হজে যেতে বিলম্ব করার ব্যাপারটি জাকাত আদায়ে বিলম্ব করার মতো। জাকাত ফরজ হওয়ার পর তা অবিলম্বে আদায় করা ওয়াজিব। তবে অধিক উপযুক্ত লোকের অপেক্ষায় কিংবা জাকাতদাতার ক্ষতি এড়াতে জাকাত আদায়ে বিলম্ব করা যায়। জিহাদের বিষয়টিও ঠিক তেমনই।'[১৫]

---

১৩. সহিহুল বুখারি : ১৫১৯, সহিহু মুসলিম : ৮৩।

১৪. মাজমুউল ফাতাওয়া : ৩৫৩/২৮।

১৫. আল-মুসতাদরাক আলা মাজমুয়ি ফাতাওয়া শাইখিল ইসলাম : ২১৬/৩।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ

'আন্তরিকভাবে যে ব্যক্তি শাহাদাত চায়, আল্লাহ তাআলা তাকে শাহাদাতের সাওয়াব দান করেন; যদিও সে (প্রত্যক্ষভাবে) এ সুযোগ নাও পায়।'[১৬]

হাসান বসরি ﷺ বলেন :

إِنَّ لِكُلِّ طَرِيقٍ مُخْتَصَرًا، وَمُخْتَصَرُ طَرِيقِ الْجَنَّةِ الْجِهَادُ

'প্রতিটি গন্তব্যের একটি সংক্ষিপ্ত পথ থাকে, জান্নাতের সংক্ষিপ্ত পথ হলো জিহাদ।'[১৭]

এজন্যই আমাদের সালাফ হাজারো দুঃখ-দুদর্শা মাড়িয়ে আল্লাহর প্রতিশ্রুত প্রতিদান লাভের আশায় ছুটে যেতেন উত্তাল রণাঙ্গনে—জিহাদের ময়দানে। ছড়িয়ে পড়তেন সীমান্তের প্রান্তে প্রান্তে।

মুআবিয়া বিন কুররা ﷺ বলেন, 'আমি ত্রিশ জন সাহাবির সাক্ষাৎ লাভ করেছি। তাঁদের প্রত্যেকেই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জিহাদে বর্শা বা তরবারি দ্বারা দুশমনকে আঘাত করেছেন কিংবা নিজে আহত হয়েছেন।'[১৮]

আবু আইয়ুব আনসারি ﷺ বলতেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেন, (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا) "সরঞ্জাম হালকা হোক বা ভারী তোমরা অভিযানে বেরিয়ে পড়ো।" আলহামদুলিল্লাহ! নিজেকে আমি হালকা কিংবা ভারী এই দুই অবস্থাতেই পাই।'[১৯]

---

১৬. সহিহ মুসলিম : ১৯০৮।
১৭. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১৫৭/৬।
১৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২৯৯/২।
১৯. আস-সিয়ার : ৪০৫/২।

মারওয়ান বিন হাকাম ﷺ বর্ণনা করেন, 'জাইদ বিন সাবিত ﷺ তাঁকে বলেন, "রাসুল ﷺ তাঁকে দিয়ে ওহির এই অংশটুকু লেখান : (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ...) "যেসব মুমিন ঘরে বসে থাকে আর যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে তারা সমান নয় ...।" রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন আমাকে দিয়ে এই আয়াতটি লেখাচ্ছিলেন, তখন ইবনে উম্মে মাকতুম সেখানে এলেন। তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল! সামর্থ্য থাকলে আমি অবশ্যই জিহাদ করতাম।" তিনি অন্ধ ছিলেন। তারপর আল্লাহ তাআলা রাসুল ﷺ-এর ওপর ওহি নাজিল করলেন। তখন তাঁর উরু ছিল আমার উরুর ওপর। তাঁর উরু মুবারক আমার এতটা ভারী অনুভূত হলো—আমার আশঙ্কা হলো যে, আমার উরু থেঁতলে যাবে। তারপর তাঁকে ছেড়ে দেয়া হলো (অর্থাৎ ওহি অবতরণ শেষ হলো)। আল্লাহ তাআলা নাজিল করলেন : (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ)—"যাদের কোনো ওজর নেই।"'[২০]

পরবর্তীকালে ইবনে উম্মে মাকতুম ﷺ জিহাদের ময়দানে গিয়ে বলতেন, 'তোমরা আমার হাতে ঝান্ডাটি দাও। আমি তো অন্ধ—পালাতে পারব না। আর আমাকে দুই কাতারের মধ্যখানে দাঁড় করিয়ে দাও।'

আনাস ﷺ বলেন, 'আব্দুল্লাহ বিন জায়িদা তথা ইবনে উম্মে মাকতুম ﷺ কাদিসিয়ার যুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তখন তাঁর পুরো শরীর মজবুত বর্মে ঢাকা ছিল।'[২১]

وَلَا عَيْبَ فِيْهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوْفَهُمْ * بِهِنَّ فُلُوْلٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ

'দুশমনের বিরুদ্ধে তুমুল লড়াইয়ের ফলে, খাঁজে ভরে গেছে তাঁদের তরবারিগুলো। এ ছাড়া তাঁদের আর কোনো দোষ নেই।'[২২]

---

২০. এই অংশটুকু নাজিল হওয়ার পর পুরো আয়াতটি দাঁড়াল—(لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ...) 'যেসব ইমানদার অক্ষম নয়, অথচ ঘরে বসে থাকে, তারা এবং নিজেদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদকারীরা সমান হতে পারে না ...।' (অনুবাদক)

২১. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ১৫৪/১।

২২. ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান : ১১/৭।

ইউনুস বিন আব্দুল্লাহ ﵀ মৃত্যুর সময় তাঁর দুই পায়ের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'হে আবু আব্দুল্লাহ, কেন কাঁদছেন আপনি?' তিনি বলেন, 'আমার দুই পা আল্লাহর রাস্তায় ধূলিমলিন হয়নি।'[২৩]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন, 'জিহাদের কিছু কাজ হাতে আদায় হয়। আর কিছু আদায় হয় অন্তর, যুক্তি, দাওয়াত, কথা, পরামর্শ, ব্যবস্থাপনা, কারিগরি ইত্যাদির মাধ্যমে। সাধ্যের সবটুকু ঢেলে জিহাদের এই ফরজটি আনজাম দিতে হয়। আর যারা ওজরবশত জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারে না, তাদের ওপর মুজাহিদিনের পরিবার ও ধন-সম্পদের দেখাশোনা করা ওয়াজিব।'[২৪]

মুসলিম ভাই আমার!

আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, 'একবার রাসুল ﷺ দশ জন সাহাবিকে গোয়েন্দা হিসেবে প্রেরণ করেন। তাঁদের আমির নির্ধারণ করেন আসিম বিন উমর বিন খাত্তাবের নানা আসিম বিন সাবিত আনসারি ﵁-কে।

তাঁরা যখন মক্কা ও উসফানের মধ্যবর্তী হাদাআ নামক এলাকায় পৌঁছেন, হুজাইল গোত্রের একটি শাখা বনু লিহইয়ানকে তাঁদের আগমনের কথা জানানো হয়। এ সংবাদ পেয়ে তারা প্রায় একশ জন তিরন্দাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সাহাবিদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে তারা চলতে থাকে। অবশেষে তারা এমন স্থানে এসে পৌঁছে, যেখানে বসে সাহাবিগণ খেজুর খেয়েছিলেন। (বিচি দেখে) তারা বলে ওঠে, "আরে, এ তো ইয়াসরিবের (মদিনার) খেজুর!" পুনরায় তারা তাঁদের পদচিহ্ন ধরে চলতে থাকে। আসিম ও তাঁর সঙ্গীগণ যখন তাদের দেখতে পান, সঙ্গে সঙ্গে একটি উঁচু স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গোত্রের লোকেরা সেখানে তাঁদের ঘিরে ফেলে। তারা বলে, "তোমরা হাতিয়ার ফেলে নেমে এসো। তোমাদের সঙ্গে ওয়াদা করছি, আমরা কাউকে হত্যা করব না।" দলের আমির আসিম ﵁ বলেন, "আল্লাহর কসম! আমি কিছুতেই আজ কোনো কাফিরের নিরাপত্তায় এখান থেকে নামব না। হে আল্লাহ! আপনার নবিকে আমাদের সংবাদ পৌঁছে দিন!" এতে কাফিররা তির বর্ষণ করে আসিম

২৩. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩০৪/৩, সিফাতুস সাফওয়াহ : ১০১/৩।
২৪. আল-মুসতাদরাক আলা মাজমুয়ি ফাতাওয়া শাইখিল ইসলাম : ২১৫/৩।

ﷺ-সহ সাতজনকে শহিদ করে দেয়। আর তিনজন সাহাবি তাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে নেমে আসেন। তাঁরা হলেন খুবাইব আনসারি, জাইদ বিন দাসিনা এবং আরেক ব্যক্তি। গোত্রের লোকেরা নাগালে পেয়েই ধনুকের ছিলা খুলে তাঁদের বেঁধে ফেলে। তখন তৃতীয় ব্যক্তি বলেন, "এটা প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের সাথে যাব না। আমি ওদের আদর্শই অনুসরণ করব।" ওরা তাঁকে টানতে শুরু করে এবং সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য টানাহেঁচড়া করতে থাকে। কিন্তু তিনি কিছুতেই যেতে রাজি হন না। অবশেষে তারা তাঁকেও শহিদ করে দেয় এবং খুবাইব ও জাইদ বিন দাসিনাকে নিয়ে চলে যায়। উভয়কেই মক্কার বাজারে বিক্রয় করে দেয় তারা। এটি বদর যুদ্ধের পরের ঘটনা। খুবাইব ﷺ-কে হারিস বিন আমির বিন নাওফালের সন্তানেরা ক্রয় করে। বদর যুদ্ধে খুবাইবই হারিস বিন আমিরকে হত্যা করেছিলেন। খুবাইব ﷺ তাদের নিকট বন্দী হয়ে থাকেন। হারিসের সন্তানরা যখন তাঁকে হত্যা করার ব্যাপারে একমত হয়, তিনি ক্ষৌরকর্মের জন্য হারিসের জনৈক কন্যার নিকট থেকে একটি ক্ষুর নেন। এদিকে মেয়েটির অসতর্কতায় তার এক শিশু হাঁটতে হাঁটতে খুবাইবের কাছে চলে যায়। হঠাৎ সে দেখতে পায়, খুবাইব তার ছেলেকে নিজের রানে বসিয়েছে। আর ক্ষুর তাঁর হাতেই আছে। মেয়েটি বলে, "এ দৃশ্য দেখে আমি ভীষণ ঘাবড়ে যাই।" খুবাইব তা বুঝতে পেরে বলেন, "তুমি এই ভয় পাচ্ছ যে, আমি তাকে মেরে ফেলব? আমি কখনই এ কাজ করব না।" সে আরও বলে, "আল্লাহর শপথ! আমি খুবাইবের চেয়ে ভালো কোনো বন্দী দেখিনি। আল্লাহর কসম! একদিন আমি দেখি তিনি হাতে আঙুরের থোকা নিয়ে আঙুর খাচ্ছেন। তখনও তিনি শেকলে বন্দী। অথচ তখন মক্কায় কোনো ফলই ছিল না।" হারিসের মেয়ে বলত, "এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে খুবাইবের জন্য রিজিক।" অবশেষে তারা হত্যা করার জন্য খুবাইবকে হারামের সীমানার বাইরে নিয়ে যায়। তিনি তাদের বলেন, "আমাকে দুই রাকআত সালাত আদায় করার সুযোগ দাও।" তাদের সম্মতি পেয়ে তিনি দুই রাকআত সালাত আদায় করেন। তারপর বলেন, "আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি আমি মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছি, এমনটা না ভাবতে আমি সালাতকে আরও দীর্ঘ করতাম। এরপর তিনি দোয়া করেন :

اللهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا، وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا

"হে আল্লাহ! এদেরকে এক এক করে গুনে রাখুন। প্রত্যেককে বিক্ষিপ্তভাবে হত্যা করুন। এদের একজনকেও রেহাই দেবেন না!"

শাহাদাতের পূর্বমুহূর্তে তিনি আবৃত্তি করেন :

فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا * عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِيْ

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ * يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

"যখন আমি মুসলিম অবস্থায় নিহত হচ্ছি আল্লাহর পথে, আমার এই মৃত্যু যেভাবেই হোক—আমি কোনো পরোয়া করি না। এ তো নিঃশেষে আত্মদান প্রভুর ভালোবাসায়। তিনি যদি চান তবে কল্যাণধারায় সিক্ত হবে আমার কর্তিত দেহের প্রতিটি গ্রন্থি।"'[২৫]

সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা?!

আনাস ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবিগণ বদর অভিমুখে রওনা হলেন এবং মুশরিকদের পূর্বেই সেখানে পৌঁছে গেলেন। এরপর মুশরিকরাও এসে পৌঁছল। তিনি সাহাবিদের বললেন :

لَا يُقَدِّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُوْنَهُ

"তোমাদের কেউ যেন কোনো কিছুর দিকে অগ্রসর না হয়, যতক্ষণ না আমি তার সামনে থাকি।"

তারপর মুশরিকরা কাছে এসে গেল। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ

"চলো সেই জান্নাত অভিমুখে, যার বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের সমান।"

সাইয়িদুনা উমাইর বিন হুমাম আনসারি ﷺ আশ্চর্য হয়ে বললেন, "জান্নাতের বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের সমান?" রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, (نَعَمْ) "হাঁ।" উমাইর বললেন, "বাহ, বাহ!!!" রাসুলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন :

---

২৫. সহিহুল বুখারি : ৩৯৮৯।

مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ؟

"তুমি বাহ বাহ বললে কেন?"

তিনি উত্তর দিলেন, "আর কিছু নয় হে আল্লাহর রাসুল! আমি এই আশায় বলেছি যে, জান্নাতিদের আমিও একজন হব।" রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র জবান থেকে উচ্চারিত হলো :

فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا

"তুমি তো সেই জান্নাতিদের দলেই পড়েছ!"

এ কথা শুনে তিনি তূণীর থেকে কয়েকটি খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। তারপর বললেন, "এই খেজুরগুলো খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত যদি বেঁচে থাকি—এও তো অনেক লম্বা জিন্দেগি!" এই বলে তিনি সবগুলো খেজুর ছুড়ে ফেললেন এবং কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে গেলেন।'[২৬]

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, 'হারিসা বিন সুরাকার মা উম্মে রুবাইয়ি বিনতে বারা নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলেন, "হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি আমাকে হারিসার ব্যাপারে কিছু বলবেন না?"—হারিসা ﷺ বদর যুদ্ধে অজ্ঞাত তিরের আঘাতে শহিদ হন—"সে যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তো সবর করব, আর যদি ভিন্ন কিছু হয়, তবে তার জন্য প্রাণপণে কাঁদব।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "হে হারিসার মা! জান্নাতে অসংখ্য উদ্যান আছে। আর তোমার সন্তান ফিরদাওসে আলায় (সর্বোচ্চ উদ্যানে) আছে।"'[২৭]

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'উহুদ যুদ্ধের দিন আমার পিতাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে এনে রাখা হয়। কাফিররা তাঁর লাশ বিকৃত করে ফেলেছিল। আমি তাঁর মুখ থেকে কাপড় সরাতে গেলে আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে নিষেধ করে। ইত্যবসরে এক উচ্চস্বরে ক্রন্দনকারী নারীর আওয়াজ শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করেন, "ও কে?" লোকেরা উত্তর দেয়, "আমরের

২৬. সহিহু মুসলিম : ১৯০১।
২৭. সহিহুল বুখারি : ২৮০৯।